১৬-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৬-০১-৮৪ মধুবন

"স্বরাজ্য" তোমাদের বার্থ রাইট

আজ বাপদাদা রাজ্য অধিকারী সভা দেখছেন । সমগ্র কল্পে শুধুমাত্র সঙ্গমযুগেই সবচেয় বড় রাজ্য অধিকারী সভা অনুষ্ঠিত হয় । বাপদাদা সারা বিশ্বের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সভা দেখছেন । নম্বর ক্রমানুসারে তোমরা সব রাজ্য অধিকারী নিজেদের সম্পূর্ণ স্থিতির সীটে সেট হয়ে স্বরাজ্যের রুহানী নেশায় কেমন বেফিকর বাদশাহ হয়ে বসে আছো । প্রত্যেকের ললাট মাঝে জ্বলজ্বলে মণি কতো সুন্দর দেখাচ্ছে । বাবা দেখছেন, নম্বরক্রমে সকলের মাথায় লাইটের মুকুট ঝলমল করছে । সবাই মুকুটভূষিত, কিন্তু নম্বরক্রম আছে । সকলের নয়নে বাপদাদার স্মরণ মিশে থাকার কারণে নয়ন দ্বারা স্মরণের প্রকাশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে । এমন সুসজ্জিত সভা দেখে বাপদাদা পুলকিত হচ্ছেন । বাহ্ আমার রাজ্য অধিকারী বাচ্চারা বাহ্ ! সবাই তোমরা এই স্বরাজ্য তথা মায়াজিতের রাজ্য জন্মসিদ্ধ অধিকার হিসেবে লাভ করেছো । বিশ্ব রচয়িতার বাচ্চারা স্বতঃই স্বরাজ্য অধিকারী । স্বরাজ্য তোমাদের সকলের অনেক বারের বার্থ রাইট, শুধু এখনকার নয় । যতই হোক, মনে আছে তোমাদের সেই অধিকার, যা তোমরা অতীতে অনেকবার প্রাপ্ত করেছো ? মনে তো পড়ে, তাই না ? স্বরাজ্য দ্বারা অনেকবার তোমরা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করেছো । তোমরা ডবল রাজ্য অধিকারী । স্বরাজ্য আর বিশ্বরাজ্য । স্বরাজ্য তোমাদের সদাকালের রাজযোগী তথা রাজ্য অধিকারী বানায় । স্বরাজ্য তোমাদের ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকের বিষয়ে নলেজফুল অর্থাৎ ত্রিলোকনাথ বানায় । স্বরাজ্য সারা বিশ্বে কোটির মধ্যে বাছাই করা কয়েকের মধ্যেও 'কয়েক-বিশেষ' আত্মা বানিয়ে দেয় । স্বরাজ্য বাবার কন্ঠহার বানিয়ে দেয়, ভক্তদের জপমালা বানায় । স্বরাজ্য বাবার হৃদয়-সিংহাসনাসীন বানায়, সর্বপ্রাপ্তির খাজানার মালিক বানায় । তোমাদের অটল, অনড়, অখন্ড সর্বাধিকারের প্রাপ্তি এনে দেয় । এইরকম স্বরাজ্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা, তাই না !

আমি কে - এই হেঁয়ালির উত্তর তোমরা এখন ভালোভাবে জেনেছো, তাই না ? 'আমি কে' , এই টাইটেলের মালা কতো বড় ! স্মরণ করতে থাকো, আর মালার এক এক দানা ঘোরাতে থাকো । কতো খুশি হবে ! তোমাদের নিজের মালা যদি স্মৃতিতে আনো তবে তোমরা কতো নেশা অনুভব করবে ! এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? ডবল বিদেশিদের ডবল নেশা হবে, তাই না ? তোমাদের অবিনাশী নেশা থাকে, থাকে না? তোমার এই নেশা কেউ কম করতে পারে ? অলমাইটি অথরিটির সামনে অন্য কোন্ অথরিটি আছে ! অমনোযোগের গভীর নিদ্রায় শুধু তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো আর তাই মায়া তোমাদের অথরিটির চাবি অর্থাৎ তোমাদের স্মৃতি চুরি করে নেয় । কেউ কেউ এমনভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে কোনকিছু সম্পর্কে তারা অবগত থাকেনা । এই অসতর্কতার নিদ্রা কখনো কখনো প্রতারণাও করে, যাতে উপলব্ধি করো যে তুমি তো নিদ্রাবস্থাতেই নেই, বরং জেগে আছো । কিন্তু যখন চুরি হয়ে যায়, তোমরা তা' জানতে পারোনা । বাস্তবে, অবিরতভাবে প্রজ্জ্বলিত জ্যোতি আলমাইটি অথরিটির সামনে কোনও অথরিটি নেই । স্বপ্নেও কোনো অথরিটি তোমাদের নাড়াতে পারেনা । তোমরা এমনই রাজ্য অধিকারী । বুঝেছো তোমরা ! আচ্ছা -

আজ, বাবা এসেছেন মিলন সভা উদযাপন করতে । বাচ্চারা যেমন বাবার সাথে মিলনের জন্য তাদের টার্নের অপেক্ষা করছে, তেমনই বাবাও তোমরা সব বাচ্চাদের সাথে মিলনের আহ্বান করেন । বাবার সবচেয়ে প্রিয় কাজই হলো বাচ্চাদের সাথে মিলনের, তা' অব্যক্ত রূপেই হোক বা ব্যক্ত রূপে । বাবার

দিনচর্যার বিশেষ কার্য হারানিধি সব বাচ্চাদের সাথে মিলনের, তাদের সাজানো, পালনা দেওয়া, তাদের নিজসম বানিয়ে বিশ্বের সামনে নিমিত্ত বানানো । এটাই তাঁর কাজ । এতেই তিনি সর্বদা বিজি থাকেন । তিনি সায়েন্সটিস্টদের প্রেরণা দেন, সেটাও তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য । এমনকি, যখন তিনি ভক্তদের ভাবনা এবং ভক্তির ফল দেন, তখনও বাচ্চাদেরই সামনে রাখেন । বিন্দুকে তো কেউ জানেনা ; তারা শুধু দেবী-দেবতাকেই জানে । ভক্তদের সামনেও তিনি বাচ্চাদেরই প্রত্যক্ষ করান । সবাইকে মুক্তিতে নিয়ে যান এবং তাও তোমরা সব বাচ্চাদের শান্তিময় রাজ্য দেওয়ার জন্য । আচ্ছা ।

যারা এইরকম সদা স্বরাজ্য অধিকারী, সদা অটল অখন্ড, অনড় স্থিতিতে স্থিত হয়ে, সদা রুহানী নেশায় অবিনাশী থেকে, ডবল রাজ্য অধিকারী, বাপদাদার নয়নে ডুবে থাকে, এমন নূর-এ-রত্নদের (নয়নের আলোক রত্ন) বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

দাদীজী মাদ্রাজ (চেন্নাই), ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর এবং কোলকাতা সফর করে মধুবনে ফিরে এসেছেন, দাদীজীকে দেখে বাপদাদা বললেনঃ -
তোমার প্রতি পদে শত শত সেবা মিশে আছে । তুমি রাজ-চক্রবর্তী হয়ে সফর করে নিজের স্মারক স্থান বানিয়ে নিয়েছো । কতো তীর্থস্থান তুমি বানিয়েছো ! মহাবীর বাচ্চাদের পরিভ্রমণ মানে তাদের স্মরণিক তৈরি হওয়া । প্রতিটা পরিক্রমণের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । এই সফরেও বহু আত্মার হৃদয়ের আশা পূরণ করার বিশেষত্ব ছিলো । হৃদয়ের এই আশা পূরণ করা অর্থাৎ বরদানী হওয়া । বরদানীও হয়েছো এবং মহাদানীও হয়েছো । ড্রামা অনুসারে যে প্রোগ্রাম তৈরি হয় তাতে অনেক রহস্য ভরা থাকে । এর মর্মার্থ তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যায় । আচ্ছা -

জানকী দাদীর সাথে :- তুমি সবাইকে নামের দান দাও । নামের দান কি ? কি তোমার নাম ? নামের দান দেওয়া অর্থাৎ ট্রাস্টি হয়ে হয়ে বরদান দেওয়া । তোমার নাম নেওয়ার সাথে সাথে সবার কি স্মরণে আসবে ? সেকেন্ডে জীবনমুক্তি এবং ট্রাস্টি হওয়া । তোমার নামের এটা বিশেষত্ব, এইজন্য যদি নাম দানও করো তো কারও তরী পার হয়ে যাবে । বাবা এখন তোমার ট্রাস্টি হওয়ার বিশেষত্বের মহিমা করেছেন, এটাই স্মরণিক । জনক শব্দ তিনি নিশ্চয়ই দিয়ে দিয়েছেন । এক জনকের দুই কাহিনী । এক জনক যিনি সেকেন্ডে বিদেহী হয়ে গেছেন । দ্বিতীয় জনক সেকেন্ডে ট্রাস্টি হয়ে গেছেন । "আমার নয়, তোমার" । তারা ত্রেতা যুগের জনককেও দেখায় । কিন্তু তুমি তো বাবার জনক, সীতার বাবা জনক নও । নাম দানের মাহাত্ম্য কেন এই বিষয়ে ক্লাস করিও । শুধু নামের তরী দ্বারাও পার হয়ে যায় । তুমি যদি কিছু বুঝতেও না পারো, শুধু যদি শিববাবা শিববাবা বলো, তবে স্বর্গের গেট পাস তো পেয়ে যাও । আচ্ছা ।

অস্ট্রেলিয়া গ্রুপের সাথে :- অস্ট্রেলিয়া নিবাসী বাপদাদার অতি প্রিয়, কেন ? অস্ট্রেলিয়ার বিশেষত্ব কি ? অস্ট্রেলিয়ার বিশেষত্ব হলো, তোমরা নিজেদের মধ্যে সাহস জিইয়ে রেখে সেবাধারী হয়ে চারিদিকে সেবা স্থান খোলার উত্তম বিধি । সাহসী বাচ্চাদের দেখে বাবা বিশেষভাবে খুশি হন । লন্ডনেরও বিশেষত্ব আছে, সেখানে সকলে অনেক অনুভাবী রত্নদের দ্বারা বিশেষ পালনা পেতে থাকে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার এত পালনা পাওয়ার চান্স পায় না । কিন্তু তবুও তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সেবাতে ভালোরকম উন্নতি এবং সাফল্য এনেছো । তোমাদের সকলের স্মরণে থাকার এবং সেবা করার প্রবল উৎসাহ থাকে । স্মরণ করার মহা উৎসাহ থাকার কারণে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ এবং এগোতে থাকবে । তোমাদের মধ্যে মেজরিটি নির্বিঘ্ন থাকবে । কিছু কিছু ভালো বাচ্চারা চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু তারা

এখনও বাবাকে ক্রমাগত স্মরণ করে যাচ্ছে, এইজন্য তাদের প্রতিও সদা শুভ ভাবনা রেখে তাদের আবারও বাবার সমুখে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে । তোমাদের সেইরকম উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, তাই না ? বৃক্ষ থেকে কিছু ফল পড়েই যায়, এটা নতুন কিছু নয় । সুতরাং, এখন নিজেকে এবং অন্যকে এমন শক্তিশালী বানাও যাতে তোমরা সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাও । এই গ্রুপের যারা এসেছো, সবাই তোমরা শক্তিশালী, তাই না ? মায়া তোমাদের ধরবে না, তাই না ! যদি কোনরকম দুর্বলতা থাকে তাহলে সেটা সরিয়ে মধুবনে সম্পন্ন হয়েই যেও । মধুবন থেকে অমর ভব র বরদান নিয়ে যেও । এমন বরদান সদা নিজের সাথে রেখো আর এই বরদান দ্বারা অন্যদেরও পুনরুজ্জীবিত করো । ডবল বিদেশি বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা গর্বিত । তোমরাও তো বাবার জন্য গৌরবান্বিত, তাই না ! তোমাদের এই নেশাও তো আছে যে সারা বিশ্বে শুধু তোমরাই বাবাকে চিনেছো, তাই না ! চিরকাল এই অবিনাশী নেশা আর খুশিতে থাকো । বাপদাদা এখন সবার ফটোগ্রাফ নিয়েছেন । বাবা তারপরে তোমাদের দেখাবেন যে দেখ, তোমরা এখানে এসেছিলে । মায়া সম্পর্কে নলেজফুল হয়ে এগিয়ে চলো । নলেজফুল কখনো প্রবঞ্চিত হয় না, কারণ মায়া কখন কিভাবে আসে সেই নলেজ থাকার দরুণ তোমরা সদা সেফ থাকো । তোমরা তো জানো মায়া কখন আসে, তাই না ! সদা কম্বাইন্ড থাকলে মায়া কখনো আসবে না । অস্ট্রেলিয়ার বিশেষত্ব যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পান্ডবসেনাই দায়িত্বশীল । অন্যত্র, মেজরিটি থাকে শক্তিদের । এখানে পাণ্ডবরা চমৎকার করেছে । পাণ্ডব অর্থাৎ যারা সদা পাণ্ডবপতির সাথে থাকে । তোমরা মহান সাহস বজায় রেখেছো, বাপদাদা বাচ্চাদের সেবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন । এখন শুধু অবিনাশী হওয়ার বরদান সদা সাথে রেখো । আচ্ছা ।

ব্রাজিল গ্রুপের সাথে :- বাপদাদা জানেন, স্নেহী আত্মারা স্নেহের সাগরে ডুবে থাকে । শারীরিকভাবে তোমরা যতই দূরে থাকো কিন্তু স্নেহী বাচ্চারা সদা বাপদাদার সমুখে আছে । তোমাদের নিষ্ঠা সবরকম বিঘ্নকে পরাভূত করিয়ে বাবার কাছে পৌঁছে দিতে সহায়ক হয়, এইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । বাপদাদা জানেন, তোমরা কতো মেহনত ভালোবাসায় রূপান্তরিত করে এখান পর্যন্ত পৌঁছাও । এইজন্য স্নেহের হস্ত দ্বারা বাপদাদা সদা তোমরা সব বাচ্চাদের মালিশ করতে থাকেন । মা-বাবা তাদের অতি স্নেহী বাচ্চাদের সদা সস্নেহে মালিশ করে । বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের ভাগ্যের নক্ষত্র দেখেন । তোমরা সব ঝলমলে তারা । দেশের পরিস্থিতি যাই হোক, বাবার বাচ্চারা সদা বাবার স্নেহে থাকার কারণে সেফ থাকবে । বাপদাদার ছত্রছায়ার সুরক্ষা সদাসর্বদা তোমাদের সাথে আছে । তোমরা এইরকম আদরের হারানিধি । বাচ্চারা অনেক পত্রের মালা বাপদাদার গলায় পরিয়েছে, এর রিটার্ণে সব বাচ্চাকে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । সবাইকে বোলো, তোমরা যতো ভালোবেসে পত্র লিখেছো, তোমাদের সমাচার দিয়েছো, ঠিক ততোটাই সস্নেহে বাবা সেইসব স্বীকার করেছেন এবং অবশ্যই হিম্মতে বচ্চে মদদে বাপ অর্থাৎ যে বাচ্চারা সাহস বজায় রাখে তারা সদা বাবার সহায়তা অবশ্যই লাভ করবে এবং তিনি সদা তাদের সহায় থাকবেন । তিনি মালা পেয়েছেন এবং মালার দানাসকলকে এখনও বাপদাদা স্মরণ করছেন ।

বাপদাদা জানেন যে, শারীরিকভাবে দূরে থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মনে তোমরা মধুবন নিবাসী । মন থেকে সদা মন্মনাভব হওয়ার কারণে বাবার কাছে সমুখে আছে । এইরকম কাছে এবং সমুখে থাকা বাচ্চাদের বাপদাদা সামনে দেখে নামসহ সকলকে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন এবং সদা শ্রেষ্ঠ হয়ে শ্রেষ্ঠ বানানোর সেবায় সামনে এগিয়ে যাওয়ার এই বরদান দিচ্ছেন, তাঁর সকল হারানিধি বাচ্চাদের । তোমাদের সকলের নিজের নামসহ স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করা উচিৎ । আচ্ছা ।

বরদানঃ – শান্তির শক্তির দ্বারা সবাইকে আকৃষ্ট করে মাস্টার শান্তিদেবা ভব

বাণী দ্বারা সেবা করার কৌশল যেমন তোমরা শিখেছো, একইভাবে শান্তির তির চালাও, এই শান্তির শক্তি দ্বারা মরুভূমিকেও সবুজ বানাতে পারো । যতো কঠিন পাহাড়ই হোক, সেখান থেকেও জল বার করতে পারো । শান্তির এই মহান শক্তির সঙ্কল্প, বচনে এবং কর্মে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করলে তবে তোমরা মাস্টার শান্তিদেব হয়ে যাবে । তারপরে শান্তির কিরণ বিশ্বের সকল আত্মাদের শান্তির অনুভূতির দিকে আকৃষ্ট করবে এবং তোমরা নিজের শান্তির চুম্বক হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ – আত্ম-অভিমানী স্থিতির ব্রত ধারণ করে নিতে পারলে বৃত্তি পরিবর্তন হয়ে যাবে ।